بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৫ই আগষ্ট, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মোবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে মক্কাবিজয় পরবর্তী কতিপয় সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় আমি তিনটি বড়ো মূর্তি বা প্রতিমা ধ্বংসের বিষয়ে বর্ণনা করেছিলাম। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে **মানাত অভিমুখে হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশআলী (রা.)**-র নেতৃত্বে বিশ জনের একটি ছোটোদল প্রেরণ করেন। **মানাত মূর্তিটি** লোহিত সাগরের তীরে **কাদীদের** নিকটবর্তী **মুশাল্লাল** নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। **হযরত সা'দ (রা.)**-র দল সেখানে পৌঁছলে সেখানকার খাদেম জিজ্ঞেস করে, তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? তারা বলেন, আমরা **মানাত প্রতিমা** ধ্বংস করতে এসেছি। খাদেম বলে, তোমরা এটি করতে পারবে না। এরপর যখন সাহাবীরা মূর্তি ভাঙতে অগ্রসর হন তখন সেই খাদেম তাদের বাধা প্রদান করলে সা'দ (রা.) সেই খাদেমকে হত্যা করেন এবং মানাত মূর্তিটি ভেঙে গুড়িয়ে দেন। সম্ভবত সেই খাদেম সাহাবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয়েছিল তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে, নতুবা অকারণে কাউকে হত্যা করা ইসলামেরও শিক্ষা নয় আর মহানবী (সা.)-এরও রীতি বিরুদ্ধ। যাহোক, এরপর সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে পুরো ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন।

অষ্টম হিজরীর ২৫শে রমযানে মহানবী (সা.) **হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র নেতৃত্বে নাখলার উদ্দেশ্যে** ৩০ জনের আরেকটি দলকে **উয্যা মূর্তি** ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। এটি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান ছিল আর **প্রতিমার মন্দিরটি** রক্ষণাবেক্ষণ করত **বনু শায়বান**। বর্ণিত হয়েছে, মুসলমান সেনাদলের আগমনের কথা শুনে সেখানকার সেবক **উয্যা মূর্তির সাথে একটি তরবারি ঝুলিয়ে দেয়** এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, খালেদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করো যাতে সে কিছু নিয়ে ফিরে যেতে না পারে আর সে নিজে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হযরত খালেদ (রা.) সেখানে পৌঁছে কিছু বাবলা গাছ কর্তন করেন এবং প্রতিমার মন্দির ভাঙচুর করে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) তাকে উয্যা ধ্বংস করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি না সূচক উত্তর দেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, যাও এবং উয্যাকে নির্মূল করে আসো। হযরত খালেদ (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় যাত্রা করেন এবং উয্যা মূর্তি ধূলিস্যাৎ করে এসে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন।

এরপর **সারিয়্যা আমর বিন আ'স** (রা.)-র ঘটনা। মহানবী (সা.) **উয্যা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে** সেনাদল প্রেরণের সময়েই **সূ'আ মূর্তি** গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আমর বিন আ'স (রা.)-র নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করেন। **সূ'আ মদীনার পশ্চিমে সমুদ্রতীরে রাহাত** নামক স্থানে অবস্থিত **বনু হুযায়েলের** একটি মূর্তি ছিল। লোকেরা এর পূজা করত এবং তওয়াফ করত। পবিত্র কুরআনে এ মূর্তি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি এর পূজা করত। পরবর্তীতে কালের পরিক্রমায় এ মূর্তিপূজার প্রচলন আরবদের মাঝে প্রবর্তিত হয়েছে। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) সেটিকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হলে সেবায়েত তাকে বলে, তোমরা একে ধ্বংস করতে পারবে না। হযরত আমর (রা.) বলেন, **পরিতাপ তোমাদের জন্য! এ মূর্তি কী শুনতে পারে, না দেখতে পারে?** এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে সেটি ভেঙে ফেলেন। এটি দেখে সেই সেবায়েত স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠে, **আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করছি এবং ইসলাম গ্রহণ করছি।**

অতঃপর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে মহানবী (সা.) **খালেদ বিন ওয়ালীদ** (রা.)-**র নেতৃত্বে বনু জাযিমা অভিমুখে** একটি দল প্রেরণ করেন এবং বলেন, **তোমরা তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং যুদ্ধ করবে না**। হযরত খালেদ (রা.) ৩৫০ জন মুহাজির, আনসার ও বনু সুলায়েমের সদস্য নিয়ে সেখানে যাত্রা করেন। তারা সেখানে পৌঁছে দেখেন লোকেরা অস্ত্র ধারণ করে আছে। হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বললে **জুহদাম** নামক এক ব্যক্তি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, **হে বনু জাযিমা! অস্ত্র সমর্পণ কোরো না। কেননা, খালীদ অস্ত্র সমর্পণ করলে তোমাদেরকে বন্দি করবে এবং হত্যা করবে। তাই আমি অস্ত্র সমর্পণ করব না।** কিন্তু লোকেরা তার কথায় কর্ণপাত না করে মুসলমানদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। এরপর সে-ই রাতে সতর্কতামূলকভাবে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত খালেদ (রা.) সেখানে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তারা **আসলামনা** (তথা আমরা ইসলামগ্রহণ করেছি) বলার পরিবর্তে **সাবা-না** (তথা আমরা ধর্ম পরিত্যাগ করেছি) বলতে থাকে। হযরত খালেদ (রা.) ভুলবশতঃ মনে করে যে, তারা মুসলমান হয়নি। তাই তিনি তাদেরকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। অধিকাংশ বর্ণনানুযায়ী তারা মুসলমান ছিলেন, কিন্তু সম্ভবত জুহদামের ন্যায় কিছু লোক অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল আর হযরত খালেদ (রা.) ভুলবশতঃ তাদেরকে হত্যার ফতওয়া প্রদান করাকেই যথার্থ মনে করেন। তখন কতক মুসলমান কিছু বন্দিকে হত্যা করেছিলেন। তবে আনসার ও মুহাজির সাহাবী, যারা পুরোনো মুসলমান ছিলেন তারা খালেদ (রা.)-র সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন এবং বন্দিদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন।

মহানবী (সা.) উক্ত ঘটনা শুনে খুবই ব্যথিত হন এবং বলেন, আমি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ খালেদকে প্রদান করিনি, বরং আমি তাকে ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিতে প্রেরণ করেছিলাম। এরপর তিনি (সা.) দু' হাত তুলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্ আমি খালেদের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি।** এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করেন যেন নিহতদের রক্তপণ পরিশোধ করতে পারেন এবং পুরো ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। হযরত আলী (রা.) সকল নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধ করেন এবং মুসলমানদের হাতে তাদের যেসব সম্পদ ছিল তা যত সামান্যই হোক না কেন সেগুলো ফেরত দেন। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে নিজের কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন পেশ করেন। মহানবী (সা.) সবকিছু শুনে খুশি হন এবং হযরত আলী (রা.)-র কাজের প্রশংসা করেন।

এ অভিযানে প্রেরণের পরপরই মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি হেইস (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত একপ্রকার খাদ্য) খাচ্ছেন। তিনি যখন এটি মুখে নেন প্রথমে তা সুস্বাদু মনে হলেও খাওয়ার পর এর কিছু অংশ গলায় আটকে যায়। তখন হযরত আলী (রা.) নিজের হাত দিয়ে তা টেনে বের করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যে দল অভিযানে প্রেরণ করেছেন তাদের কিছু কাজ আপনার পছন্দ হবে আর কিছু কাজ পছন্দ হবে না। এরপর তিনি আলীকে প্রেরণ করবেন, যিনি কিছু সব ঠিক করে দিবেন।** এরপর বাস্তবেও এমনটিই ঘটেছে অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এরপর হুযূর (আই.) এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন শাহ্ (রহ.)-র নোট উল্লেখ করে বলেন, **এটি একেবারে স্পষ্ট যে, হযরত খালেদ** (রা.)-**র কোনো অশুভ**

সংকল্প ছিল না। তিনি কেবলমাত্র বুঝতে ভুল করেছিলেন এবং ত্বরাপরায়ণ হয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে ফেলেছিলেন। তথাপি যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেনাপ্রধান হিসেবে এর দায়ভার তাকেই নিতে হবে। এ কারণেই মহানবী (সা.) হযরত খালেদ (রা.)-র প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং খোদার সমীপে নিজের দায়মুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি (সা.) সবকিছু শুনে এটিই বুঝতে পারেন যে, কোনো একটি ভুলের কারণে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তাই তিনি কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। হযরত খালেদ (রা.)ও এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেন নি। এর প্রমাণ হলো, তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর মহানবী (সা.)ও তাকে কয়েকদিন পর হুনায়েনের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় সামনের সারির সকল সেনাদল এবং অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধায়ক এবং সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন।

এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) সংক্ষিপ্তভাবে **সারিয়্যা ইয়ালামলামের** কথা উল্লেখ করেন যেখানে মহানবী (সা.) ২০০ সদস্যের একটি দলকে **হযরত হিশাম বিন আল আ'স** (রা.)-র নেতৃত্বে মক্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে **ইয়ালামলাম** অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না।

এরপর **সারিয়্যা উরানা'র ঘটনা** যা আরাফাতের সামনের একটি উপত্যকা। মহানবী (সা.) **হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আল্ আ'স (রা.)-কে** ৩০০ সদস্যের একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করে উরানা অভিমুখে প্রেরণ করেন। ওয়াকদী এ সারিয়্যার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য জীবনীকার এর উল্লেখ করেন নি। তাই এ অভিযান সংঘটিত হয়েছে কিনা তা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়; এর বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যায় না। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এসব যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.) কারও প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করেন নি আর ইসলামের শত্রুরা যে অপবাদ আরোপ করে তাও ভুল যে, যুদ্ধে তিনি নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন। আর যেখানে ভুলবশতঃ এরূপ কোনো ঘটনা ঘটেছে সেখানে তিনি চরম অসন্তুষ্টির প্রকাশ করেছেন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর অবশিষ্ট সারিয়্যা ও গযওয়ার উল্লেখ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)